157

তারিখ ...17 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

দৈনিক জনকণ্ঠ

নিয়মবহির্ভূতভাবে যখন তখন শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বদলি

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে

নিয়ম বর্হিভূতভাবে যখন তখন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলি করা হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক কাজকর্মে সৃষ্টি হচ্ছে জটিলতা। এছাড়াও রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বহীনতা। পক্ষান্তরে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই হাজারও সমস্যায় জর্জরিত। ফলে সার্বিক কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে উলিপুর ও ঠাকুর গাঁ থেকে আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর ঃ

ঠাকুরগাঁও ঃ গত পহেলা জুন বয়ে যাওয়া ঝড়ে সদর থানার মোহাম্মদপুর ইউপি'র গিলাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনের চাল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে ছবি ঃ এস এম জসিম উদ্দিন

উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

উলিপুর থানার মোট ১৭০টি সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৪ ইং সালের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতার আনা সম্ভব হয়নি। তাছাড়াও জরিপ বর্হির্ভূত আরও ২৫ হাজার শিশুকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

থানা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৪ ইং সালের ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত ভর্তিযোগ্য শিশুর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৪শ' ১৮জন। এর মধ্যে ৪৩ হাজার ৯শ' ৪৭ জন শিশুকে থানার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তিকৃত শিশুদের মাঝেও সঠিকভাবে বই বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। বই বিতরণ করা হয়েছে ৩৯ হাজার ১শ ৯২ জন শিশুর মধ্যে। ভর্তিকৃত প্রায় ৪ হাজার ৭শ' ৫৫ জন শিশুকে বই দেয়া হয়নি। এদিকে জরিপকৃত ১৪ হাজার ৪শ' ৭১ জন শিশুকে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি। ফলে সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী মুখ থুবড়ে পড়েছে।

থানা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, শিশুশ্রেণীতে ২ হাজার ৫শ' জন, ২য় শ্রেণীতে ২ হাজার ৫শ' ১০জন, ৩য় শ্রেণীতে ৭শ' ৪৭ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ৫৩ জন এবং ৫ম শ্রেণীতে ২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বই প্রদান করা হয়নি। তবে বেসরকারীমতে এ হিসাব আরও অনেক বেশি হবে বলে একটি সূত্র উল্লেখ করেছে। আরও জানা যায়, থানার ১১৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ২০টি পদ, সহকারী শিক্ষকের ১৮টি পদ এবং সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার ৩টি পদ দীর্ঘদিন থেকে শূন্য রয়েছে। তাছাড়াও ৩ জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পক্ষে থানার ১৭০টি বিদ্যালয় সঠিকভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব নয়।

ঠাকুরগাঁ

নিয়মবহির্ভূতভাবে ঠাকুরগাঁ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকতা ও কর্মচারীদের যত্রতত্র বদলি করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে স্তিমিত করে দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি ঠাকুরগাঁ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়ম বর্হিভূতভাবে ২জন শিক্ষক পদসহ বদলি করেছেন। নিয়ম অনুসারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং মহাপরিচালকের অনুমোদন ছাড়া পদ সহ শিক্ষক বদলি করা যাবে না। তুঘলকি কায়দায় ৫৬০/৭ স্মারকপত্রে ঠাকুরগাঁ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সদর থানার হরিহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা গুলনাহার বেগমকে পদসহ জাম্বুরী পাড়া প্রাথমকি বিদ্যালয়ে বদলি করেছেন। এছাড়াও ছিট চিলারং পারপুগীম সারলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে যথাক্রমে রফিকুল আলম, ফরিদা খাতুন ও বিলকিস বানুকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বদলি করা হয়েছে। বদলি করতে হলে সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রস্তাব অনুসারে হওয়ার নিয়ম থাকলেও প্রস্তাব ছাড়াই বদলি করা হচ্ছে।

সবচেয়ে অমানবিক হচ্ছে সম্প্রতি বিআখড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক মৃত তসকিনা বেগমের শূন্য পদে ফেরদৌসী করিরকে ২৪ঘন্টার মধ্যে বদলি করা হয়েছে। বিআখড়া বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা তসকিনা বেগম যে সময় দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয় সে সময়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ধরে নেন যে, উক্ত শিক্ষিকার মৃত্যু হবে। তাই তারা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে জামালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ফেরদৌসী কবীরকে উক্ত পদে তসকিনা বেগমের মৃত্যুর পূর্বেই বদলির কাগজপত্র তৈরি করে ফেলে। ১৯ এপ্রিল ৯৪ তসকিনা বেগমের মৃত্যু হলে ২০ এপ্রিল '৯৪ তার দাফন হওয়ার পূর্বেই উক্ত পদে ফেরদৌসী কবিরের বদলির আদেশ জারি করা হয়।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। উল্লেখ্য, গত ১৪ এপ্রিল '৯৪ ঠাকুরগাঁ পানি উন্নয়ন বোর্ড সার্কিট হাউজে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জেলা প্রশাসক ও সাংবাদিকবৃন্দ শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে উক্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অপ্রকৃতিস্থ বলে বদলির প্রস্তাব করে। ২৬ এপ্রিল জেলা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পর্যবেক্ষণ কমিটির সভায় ঢাকা থেকে আগত প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালক (প্রশাসন) আলমগীর ভূইয়াকে নেতৃবৃন্দ ও জেলা প্রশাসক সাহেব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কর্মকান্ড তুলে ধরে ঠাকুরগাঁ থেকে সরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

বর্তমানে এই কর্মকর্তার বিভিন্ন কর্মকান্ডে ঠাকুরগাঁ জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষক বৃন্দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে এইসব নিয়ম বর্হিভূত কাজের সহযোগিতা করছেন ঐ অফিসের একজন এল.ডি কাম টাইপিষ্ট। সম্প্রতি জেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উক্ত ক্লার্কের কৃতকলাপ তুলে ধরে মহাপরিচালক ও উপ-পরিচালক -এর কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।